দৈনিক বাংলা
তারিখ 25 APR 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুর্জন দর্শন

অন্যরকম কোচিং সেন্টার

এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আর আমাদের মোটেও অবাক না করে টুকলিফাই–এর অপরাধে পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কারের পালারও সূচনা হয়েছে। প্রথম দিনে বের করে দেয়া হয়েছে প্রায় সাতশ জনকে। শুধু পরীক্ষার্থীদের যে হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তা নয় তাদের কয়েকজন মাননীয় মাষ্টার সাহেবও তাদের পদাংক অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয় দিনে বহিষ্কৃতদের সংখ্যা বেড়েছে। সেদিনও মাষ্টার সাহেবরা তাদের ছাত্র–ছাত্রীদের পদাংক অনুসরণে দ্বিধা করেন নাই।

এটা হচ্ছে হালজামানার হালচাল। এক সময় নকল করার দায়ে কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীদেরই রাস্তা মাপতে হত। এখন দিনকাল বদলে গেছে। এখনকার কোন কোন মাষ্টারসাহেব ছাত্রদের আগের চাইতে বেশী পেয়ার করেন। তাই তাদের বহিষ্কারজনিত দুঃখ সইতে না পেরে এখন তারাও হল থেকে বহিষ্কৃত হবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

কাজটা তেমন কঠিন নয়। পরীক্ষার্থীদের নকল করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করলেই হল। অবশ্য সব মাষ্টার সাহেব আবার এক রকম নয়। ছাত্রপন্থী হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের মায়ার বাধনে আবদ্ধ হয়ে টুকলিফাই কার্যক্রমে সহায়তা করলেও কখনো তাদের পদাংক, অনুসরণ করে চিরতরে স্খলত্যাগ করেন না। প্রকৃতপক্ষে এদের সত্যিকারের পরীক্ষার্থী দরদী বলা যায়না।

ঢাকার একজন বিশিষ্ট পরীক্ষা পর্যবেক্ষককে চলতি এসএসসি পরীক্ষার নকল পরিস্থিতি তথা বহিষ্কার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছেন, সত্যিকথা বলতে গেলে এবার এখন পর্যন্ত অনেক কম পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃত পরিদর্শকের সংখ্যাও আগের তুলনায় কম। তবে প্রকৃত পরিস্থিতি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে যে, এবার পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা আগের চাইতে বেশী সুতরাং টুকলিফাইও আগের চাইতে বেশীই হবার কথা। অথচ হয়েছে ঠিক তার উল্টোটা–কমে গেছে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী ও মাষ্টার সাহেবদের সংখ্যা।

তিনি বললেন, এই অবস্থার একাধিক কারণ থাকতে পারে। হতে পারে সরকারের প্ররোচনায় মাষ্টার সাহেবদের পরীক্ষার্থীপন্থী মনোভাব বদলে গেছে, অথবা পরীক্ষার্থীদের এক বিরাট অংশ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বছরটিতে নকল করা থেকে বিরত হবার ওয়াদা করেছে। অথবা তারা নকল করার আর্টটিকে এমনভাবে রফ্‌ত করেছে যে মাষ্টার সাহেবরা তা মোটে ধরতেই পারেনি।

পরীক্ষা পর্যবেক্ষক বলেন যে উপযুক্ত গবেষণা ছাড়া এবছর এ পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষায় এতকম পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের সঠিক কারণ নির্ণয় করা যাবে না। প্রসঙ্গত তিনি বললেন যে, এবার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কেন যে এ পর্যন্ত দাঙ্গা–হাঙ্গামা হয়নি, বোমাবাজি হয়নি সেটাই তো ছাই বুঝতে পারছি না।

আমরা এ সম্পর্কে আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করেছি। কেউ বলেছেন যে অধ্যয়নের প্রতি ছাত্র–দের তথা পরীক্ষার্থীদের যে পজিটিভ মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে সেজন্যেই এবছর অনেক কম পরীক্ষার্থী নকল করেছে। কেউ বলেছেন নকলের মওকা কমেছে, তাই নকল কমেছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সব পরীক্ষা শেষ হবার আগে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা দোরস্ত হবে না। একজন বললেন, এটা হচ্ছে কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল হোম আর প্রাইভেট টিউটর সিস্টেম গড়ে উঠার সুফল। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে আজকাল পালে পালে ছাত্র–ছাত্রীরা ঐ সব প্রাইভেট ব্যবস্থায় লেখাপড়া শিখছে। সেখানে নকল না করেও ভালো রেজাল্ট করার কায়দা কৌশল বকড় করে দেয়া হয়। এবছর তাই এসএসসিতে নকল কম হচ্ছে, বহিষ্কৃতদের সংখ্যাও কমেছে। ভবিষ্যতে আরো কমছে।

তিনি বললেন, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি আমাদের হালজামানার শিক্ষার্থীদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। শীগগীরই এমন দিন আসবে যখন স্কুল কলেজ সব বন্ধ হয়ে যাবে। থাকবে কেবল রাজ্যের কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল হোম আর প্রাইভেট টুইশনি। তখন আর জাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না।

আমরা তাই ঐসব ভবিষ্যৎ–শিক্ষার কারিগরদের সাথে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। আলাপ করেছিলাম একটি কোচিং সেন্টারের মালিক কাম ডিরেক্টর জেনারেলের সাথে।

কথিত আছে যে তিনি নিজে তার ছাত্রজীবনের একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে এইচএসসি পর্যন্ত প্রতিটি ফাইনাল পরীক্ষায় নকল করেছেন। স্কুলের পরীক্ষাগুলোতে বহিষ্কৃত হননি তবে এসএসসি পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয়েছেন এক বার। পরে এইচএসসিতেও। তখনি তার শিক্ষাজীবনের অবসান ঘটে। আর তাই তিনি এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যার ছাত্ররা কোন পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হবে না। তার কোচিং সেন্টারটি সেই মহতী চিন্তারই ফসল।

পত্রিকান্তরে আর টেলিভিশনে তার কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেয়া হয়ে থাকে। তাই তার কোচিং সেন্টারটির নাম সকলের মুখে মুখে ফেরে। এই কোচিং সেন্টারের ছাত্র–ছাত্রীরা কোনদিন কোন পরীক্ষায় ফেল করেনি। কেউ কোনদিন পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কৃত হয়নি। যাকে বলে সেন্ট পারসেন্ট সাফল্য। বিজ্ঞাপনেও সেই বিরাট সাফল্যের উল্লেখ থাকে। আর সেজন্যেই ঐ কোচিং সেন্টারটির প্রতি ছাত্রদের (এবং তাদের গার্জেনদের) আকর্ষণ বেশী। শোনাযায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত দেশের সকল স্থানের ছাত্র–ছাত্রীরাই ঐ কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবার জন্য আকুলি বিকুলি করে থাকে। ডিরেক্টর জেনারেল সাহেব অতি উদার প্রাণ। কাউকে ফিরিয়ে দেন না।

কোচিং সেন্টারটির পড়াশোনার সিস্টেম কিন্তু একেবারেই আলাদা। সেখানে সকাল ৬টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত ক্লাস হয়। কেবলমাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদেরই ভর্তি করা হয় অন্যদের নয়। ছাত্রসংখ্যা বেশী হবার কারণেই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক সেখানে ব্যাচে পড়ানো হয়। মোট ৯টা ব্যাচ। তবে এক দফায় তাদের সব শিক্ষা দেয়া হয় না হয় দুই দফায়। প্রথমে দেড়মাস ও পরে এক সপ্তাহের ফলো আপ ক্লাস। খরচ ছাত্র প্রতি মাত্র ৩০,০০০ টাকা। প্রথম দফায় প্রথম সাতদিন থিওরিটিক্যাল ক্লাস–তারপরেই প্রাকটিকাল। আর দ্বিতীয় দফায় কেবলই প্রাকটিকাল।

আমরা কোচিং সেন্টারের ডিরেক্টর জেনারেলের সাথে আলাপের গোড়াতেই তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের শতকরা একশতভাগ সাফল্যের তারিফ করে বললাম, আচ্ছা বলুন তো, এবছরের এসএসসি পরীক্ষায় এখন পর্যন্ত এত কম পরীক্ষার্থীর বহিষ্কৃত হবার রহস্যটা কি? আর আপনার পরীক্ষার্থীদের সেন্ট পারসেন্ট সাফল্যের কারণ কি? এটাও শুনেছি যে, যারা এই কোচিং সেন্টারে কোচিং নিতে আসে তারা নাকি কোন পরীক্ষায় বহিষ্কৃত হয় না। এর কারণটাই বা কি?

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, এবছর অনেক কম ছাত্রের বহিষ্কৃত হবার কারণ এই যে, সাধারণ অবস্থায় যাদের নকল করে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কৃত হবার কথা তাদের অধিকাংশই আমার এই সেন্টারে তালিম নিয়েছে। তাই বহিষ্কৃতদের সংখ্যা কমেছে।

'তার মানে' আমরা বললাম, 'আপনার কোচিং সেন্টারে এমনই শিক্ষা দেয়া হয় যে তাদের কেউ নকল করে না, আর তাই তাদের বহিষ্কৃত হবার প্রশ্ন উঠে না।

'উহ', "ডিরেক্টর জেনারেল বললেন," আমি তা বলিনি। আসলে কি জানেন। আমার, কোচিং সেন্টারটা একেবারেই অন্য–রকম। আলাদা রকম। স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী।"

'সে স্বাতন্ত্রটা কি?'

তিনি একটা অতি উচ্চাঙ্গের হাসি দিয়ে বললেন, আমার এখানে তো লেখা–পড়া শেখানো হয় না। কি করে ধরা না পড়ে' টুকলিফাই করতে হয় তারই তালিম দেয়া হয়। জনাব এখন তো অধিকাংশ কোচিং সেন্টার আর টিউটোরিয়াল হোমই আমাদের পদাংক অনুসরণ করে চলেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা যারা ভোগ করে না, করতে চায় না, তাদেরই তো পরীক্ষার হলে কপালে দুর্ভোগ জোটে।

—— খোন্দকার আলী আশরাফ